সি ঙ্গা পু র

তিন বাংলাদেশীর জাতীয় পুরস্কার

পৃথিবীর প্রত্যন্তর শ্রমবাজারে এমনি অসংখ্য বাংলাদেশী রয়েছেন। যারা দেশ ও জাতিকে করেন সম্মানিত ও গর্বিত। দুর্ভাগ্য স্থানীয় দূতাবাস এই সাহসী বীরদের কথা সম্ভবত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন না। যার ফলে দেশের প্রিন্টিং মিডিয়ায় এদের খবর আসে না

রহিম, আহাদ, গাউস তিন বাংলাদেশী তরুণ। দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের ৩৬তম জন্মদিনে বীরত্ব, মহত্ত ও সাহসিকতার জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এই তিনজন। এদের জন্য আমরা গর্বিত।

পৃথিবীর প্রত্যন্তর শ্রমবাজারে এমনি অসংখ্য বাংলাদেশী রয়েছেন। যারা দেশ ও জাতিকে করেন সম্মানিত ও গর্বিত। দুর্ভাগ্য স্থানীয় দূতাবাস এই সাহসী বীরদের কথা সম্ভবত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন না। যার ফলে দেশের প্রিন্টিং মিডিয়ায় এদের খবর আসে না।

তবে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের জন্য এ খবর এক চিলতে সান্ত্বনা। এই তিন বাংলাদেশীকে নিয়ে হৈ চৈ নেই। পক্ষান্তরে ওরাও প্রচুরবিমুখ। এরা সাধারণ পরিবারের কষ্টসহিষ্ণু তরুণ। এদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। সর্বোপরি এরা শ্রম বিক্রি করা মানুষ। ক্ষমতাবান আর উচ্চবিত্তের মানুষের কাছে এদের মূল্যায়ন কখনো নেই।

আমি নিজেও জানতাম না এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। জেনেছি অগ্রণী এক্সচেঞ্জে টাকা পাঠাতে গিয়ে। কাউন্টারে ভিড় থাকায় নোটিশ বোর্ডে চোখ রাখলাম। স্থানীয় পত্রিকার কাটিং তাতে তিন বাংলাদেশীর ছবি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়লাম। বুকটা ভরে উঠলো গর্বে। গাল চাপাভাঙা, মাংসহীন, চর্বিবিহীন অমানুষিক পরিশ্রমে ক্ষয়ে যাওয়া তিন বাংলাদেশীর ছবিতে হাত বুলালাম। সবার অলক্ষ্যে স্যালুট করলাম এই তিন বাংলাদেশী তরুণের ছবিকে।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তা মি. সামসুদ্দোহা পাপ্পুকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ওদের দেখা পাবো। তিনি আমাকে ওদের মোবাইল নম্বর দিয়ে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনাকে জানাবো।

হ্যাঁ, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। দেখা পেয়েছি ওদের। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের সিঙ্গাপুর আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ দূতাবাস একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে শ্রম বিক্রি করেছি ১৯ বছর ধরে। কিন্তু কোথাও কোনো দূতাবাসের অনুষ্ঠানে যাবার সৌভাগ্য হয়নি। এই অনুষ্ঠানে একই দেশের দু'ধরনের নাগরিক ছিল। এক. ভিআইপি বা সিআইপি মর্যাদার, যাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে দূতাবাস। দুই. শ্রমজীবী শ্রেণী, যাদেরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন স্থানীয় অগ্রণী এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপক মি. শামছু-উল ইসলাম। আমরা এই ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়মিত ডলার পাঠাই।

দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় সামনের সারিতে বসতে দিলেন গণ্যমান্যদের। আর আমাদের জন্য থাকলো পেছনের আসনগুলো। অর্থমন্ত্রী এলেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করলেন।

সামনের সারির উঁচুমানের লোকদের বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত প্রশ্নের উত্তরগুলো অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও ধৈর্যসহকারে দিয়ে যাচ্ছেন। এক পর্যায়ে আমি কথা বললাম।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপক শামছু-উল ইসলাম, অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিন তরুণকে। তিনি গর্বিত বাংলাদেশী যথাক্রমে রহিম, আহাদ ও গাউসকে। আসন না পেয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা তিন তরুণকে সবাই দেখলো। অর্থমন্ত্রী নিজেও গর্বিত হলেন। অত্যন্ত আগ্রহভরে জানতে চাইলেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবার নেপথ্য কথা।

রহিম সবিস্তারে বলল, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে তারা কাজ করছিল তোলক বাংগো নামক স্থানে। এইচডিবি-এর বহুতল বিল্ডিংয়ের সপ্তম তলায় অজ্ঞা কারণে আগুন লেগে যায়। সেখানে অন্য অনেক দেশী শ্রমিক ছিল। রহিম তার দুই সহযোগী বাংলাদেশী আহাদ ও গাউসকে নিয়ে প্রথমে নিচের মেইন সুইস ও গ্যাস লাইন অফ করে দেয়। আগুনের ভেতর দিয়ে উপরে উঠে গেল দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে। জীবন-মরণ লড়াইয়ে ওরা কোলে তুলে নিল বাচ্চাদের। নিচে নিরাপদ স্থানে বাচ্চাদের রেখে আবার উপরে গেল। হুইল চেয়ারে বসা এক বৃদ্ধাকে এবং অন্য মহিলাদেরকে জীবন রক্ষা করে নিচে নামিয়ে আনলো। ততক্ষণে সিভিল ডিফেন্স এবং পুলিশের গাড়ি এসে গেছে।

স্থানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওদেরকে ডেকে কথা বলেছেন, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, সিঙ্গাপুরের নাগরিকদের জীবন রক্ষা করার জন্য। তারপর তাদেরকে দেয়া হলো সিঙ্গাপুরের সবচে' মর্যাদাশীল পদক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড।

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বেরিয়ে যেতেই, এগিয়ে গেলাম তিন তরুণের দিকে। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলাম এবং বুকে বুক মেলালাম। ৩৩ বছর আগে কিশোর বয়সে প্রিয় স্বাধীনতার জন্য যেদিন অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম, সেদিন একটা স্বপ্ন দেখতাম। বীর হবো। নিজ দেশকে সম্মানিত করবো। দেশ স্বাধীন করেছি। তারপর... নানা রঙের ঘাত-প্রতিঘাতের দুর্গম পথ পেরিয়ে বীর হবার স্বপ্নগুলো বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে ঝরে গেছে। বীর হতে গিয়ে ভীরু হয়ে গেলাম।

কিন্তু আজ ওদের দেখে মনে হলো, ওরাই আমি। এক একজন বাংলাদেশী তরুণ-তরুণীকে এমন বীররূপেই তো দেখতে চেয়েছি প্রতিদিন। রাজনীতির মহামারির ভেতর নানা বাধা পেরিয়ে সময় সুযোগ পেলে এই তরুণেরাই বীর হয়ে যায় দেশে এবং বিদেশে। প্রয়োজন, বীরদের কৃতিত্ব ও মহত্তকে মর্যাদা এবং সম্মান দেয়া রাষ্ট্রীয়ভাবে। জনাব অর্থমন্ত্রী, আপনি তো দেখে এবং জেনে গেলেন, দেশে ফিরে মনে রেখেছেন এদের কথা?

রহিম, আহাদ, গাউস তোমরা বেঁচে থাকো অগণিত মানুষের মাঝে। বাংলাদেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণী হোক তোমাদের মতো, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এই কামনা করি প্রতিদিন।

আলী হোসেন চৌধুরী
বার্ড পার্ক রোড, সিঙ্গাপুর

কা । না । ডা

কুকুর হইতে সাবধান!

'পিট বুল' নামক দারুণ ঝগড়াটে প্রজাতির কুকুরের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে অন্টারিও সরকারকে এক নজীরবিহীন আইন প্রণয়ন করতে হচ্ছে। এ আইনের আওতায় এখন থেকে অন্টারিও প্রদেশে নতুন করে কেউ পিট বুল জাতের কুকুর পালতে পারবে না। যাদের বহুদিন ধরে এ জাতের কুকুর রয়েছে তারা এটি রাখতে পারবেন। তবে পুরনোটি মারা যাবার পর নতুন করে কেউ পিট বুল আর কিনতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, পিট বুলকে নিয়ে বাইরে বের হলে এটি যাতে কাউকে কামড়াতে বা অযথা ঘেউ ঘেউ করে চিৎকর করতে না পারে সে জন্য মুখবন্ধনী পরিয়ে জনসমক্ষে নিতে হবে। যদি এই কুকুরের হাতে কেউ আহত হয় তাহলে কুকুরের মালিককে সাজা দেয়া হবে। অন্টারিও সরকারের একজন মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়ে বলেন, ধীরে ধীরে এভাবেই সমগ্র অন্টারিও পিট বুলমুক্ত করা হবে।

অপেক্ষাকৃত হিংসা ও সারাক্ষণ ঝগড়াপ্রিয় পিট বুল নামক কুকুরের অত্যাচার মারাত্মক আকারে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে অন্টারিও সরকার আইনটি প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। গত বছর পিট বুলের হামলায় বহু মানুষ ও অন্য জাতের কুকুর গুরুতরভাবে আহত হয়। জানা যায়, পিট বুলের বিরুদ্ধে নালিশ শুনতে শুনতে ও বিচার করতে করতে সরকার ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছে। পরবর্তীতে গত সেপ্টেম্বরে সিটি কর্তৃপক্ষ এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে পিট বুল থেকে কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলাপ করার জন্য। বৈঠকে পিট বুলের হামলায় আহত ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সংগঠনের কর্মকর্তা, কুকুর প্রশিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগীয় ব্যক্তিবর্গ যোগ দেন। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্টারিওতে পিট বুলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আইন তৈরির সুপারিশ করা হয়। পরে অন্টারিওর অ্যাটর্নি জেনারেল মাইকেল ব্রায়ান্ট ভয়ঙ্কর কুকুর পিট বুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ঘোষণা দেন। নতুন আইনের আওতায় এখন থেকে পিট বুলকে রাস্তায় 'সন্ত্রাসী' কার্যক্রমে লিপ্ত থাকতে দেখলে তার মনিব বা মালিককে জরিমানায় দন্ডিত করা হবে। কাউকে কামড়ালে কিংবা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার মতো কাজ করলে পিট বুলের মালিককে ১০ হাজার ডলার জরিমানা করা হবে। এমনকি ৬ মাসের কারাদন্ড দেবার সুপারিশও করছেন আইন প্রণেতা কেউ কেউ। নতুন এ আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন বেশির ভাগ মানুষ।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বংশোদ্ভূত পিট বুল জাতের কুকুর রাস্তায় গায়ে পড়ে অযথা অন্য কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া কিংবা মানুষের দিকে হিংস্রভাবে ধেয়ে গিয়ে হামলা চালাতে ভালোবাসে। রাস্তায় চলাচলের সময় মাঝারি আকারের এসব কুকুরের হম্বিতম্বি দেখে মনে হয় যেন একজন জাঁদরেল আর্মি জেনারেল যাচ্ছে। এদের হামলা থেকে পথচারীদের বাঁচাতে পুলিশকেও বহুবার নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছে। উল্লেখ্য, অন্টারিও হচ্ছে উত্তর আমেরিকার প্রথম প্রদেশ বা স্টেট যেখানে কুকুরের ওপর এরকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো।

জসিম মল্লিক, Toronto
Jasim_mallik@hotmail.com

টো । কি । ও

কোরিয়া শীর্ষে

জাপানে বসবাসরত বিদেশীদের প্রকৃত সংখ্যা কত? এই পরিসংখ্যানটি হয়তো অনেকেরই জানা নেই। ২০০৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে ১৮৬টি দেশের ১৯,১৫,০০০ জন জাপানে বসবাস করছেন। এছাড়াও রয়েছে স্বল্পকালীন ভিজিটর, উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষারত শিক্ষার্থী, আছে বিভিন্ন কর্মশালায় প্রশিক্ষণরত শিক্ষানবীশ, তাছাড়া পর্যটক তো রয়েছেনই। তাদেরকে জাপানে বসবাসকারী হিসেবে রাখা হয়নি। তারপরও এই ১৯,১৫,০০০ সংখ্যা জাপানের মোট জনসংখ্যার ১.৫%। তার মধ্যে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া মিলে ৬,১৪,০০০ জন। তারা বহুদিন ধরে শীর্ষে অবস্থান করছে। যদিও জাপানিজ ভাষায় উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। তথাপি দুই দেশের নাগরিকদের একত্রে কোরিয়ান বলা হয়।

সাম্প্রতিককালে চাইনিজদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তারা কোরিয়ানদের সংখ্যা ছুঁই ছুঁই করছে। কোরিয়ানদের পরেই রয়েছে চীনাদের স্থান। বর্তমানে চাইনিজদের আসা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে হয়তো টপ অবস্থানটি দখল করে নেবে চীন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিজ সৈন্যরা কোরিয়ানদের জোর করে ধরে এনে জাপানে কাজ করাতে বাধ্য করতো। আবার কাজের সন্ধানেও কোরিয়া থেকে প্রচুর শ্রমিক জাপানে আসে। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধের পর পর ২,৫০,০০০ কোরিয়ান জাপান থেকে যায়। অনেকেই স্বেচ্ছায় নিজ দেশে চলে যায়। তারপর ৮০ দশকের শেষ দিকে জাপান যখন অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে তখন থেকে আবার কোরিয়ানরা বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার লোকজন জাপান আসা শুরু করে। Osaka-Fu, Osaka-Shi, Ikuno-Ku এবং Kanagawa-ken, Kawasahi-Shi, Kawasahi-Ku, Sakuramoto ও Hama Choতে সবচেয়ে বেশি কোরিয়ানরা বসবাস করছে। কাওয়াসাকির সাকুরামতো এবং হামাচো এলাকার সেমেনতো দড়িতে কোরিয়ানদের প্রসিদ্ধ খাবার Yakiniku-র (মাংস পুড়ে এক ধরনের খাবার) দোকান ৩০টি রয়েছে। জাপানে থাকার জন্য এ সব এলাকাকে কোরিয়ান টাউন হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐসব এলাকাকে Korea Town ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে দক্ষিণ Kawasakiতে জাপান এবং কোরিয়ানরা মিলে Ariransai Festival নামে উৎসব শুরু করে। জাপানে কোরিয়ান স্কুলও রয়েছে। চেহারায় কিছুটা মিল এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করার ঐতিহ্য, সংখ্যাগুরু অভিবাসী হওয়ার পরও কিন্তু কোরিয়ানরা কম বৈষম্যের শিকার নয়।

Rahman Moni, Rahman-Moni, @ny-tokai-or-jp, Kirigaoka 1-6-3-312
Kita-Ku-Tokyo 115-0054

মা । ল । য়ে । শি । য়া

মালয়েশিয়ায় অবৈধ শ্রমিকদের দুঃসময়

৩১ অক্টোবর ২০০৩ সালে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানকারী কয়েকজন ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের পদে অভিষিক্ত উপপ্রধানমন্ত্রী ড. আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবি এবং উপপ্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন তৎকালীন হোম মিনিস্টার ড. নাজিবতুন রাজ্জাক, উল্লেখ্য, ড. নাজিবতুন রাজ্জাক মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র এবং আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবির পারিবারিকভাবে কোনো শক্ত রাজনীতিক অতীতে ছিলেন না। ৩১ অক্টোবর ২০০৩-এ শপথ নেয়ার পর থেকে তিনি তার পূর্বসূরি ড. মাহাথির মোহাম্মদের চেয়েও আরো দক্ষভাবে দেশকে নেতৃত্বে দিতে থাকেন। ফলস্বরূপ ২০০৪-এ মার্চের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী জোট বা Barisan Nasional (BN) আগের তুলনায় আরো বেশি সংসদীয় সিট দখল করতে সমর্থ হয়। মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল UMNO-এর (United Malaysian National Organigation) প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন ড. নাজিবতুন রাজ্জাক।

রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে এমন পরিবর্তনে বাঙালিসহ অন্যান্য দেশ থেকে আসা প্রবাসীরা বেশ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আমেরিকা-ইংল্যান্ডের মতো এ দেশে বসবাসরত বাঙালি তেমন একটা রাজনীতিসচেতন নয়। হাতে গোনা ২/১ জন পাওয়া যায়, যারা কি না লোকাল পলিটিক্যাল সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। বাকিরা অনেকটা হুজুগে টাইপের। যাই হোক, রাজনীতিসচেতন যে ২/১ জন আছেন তারাই মনে মনে আশা করেছিলেন ড. আব্দুল্লাহ আহম্মদ বাদাবির পরিবর্তে ড. নাজিবতুন রাজ্জাক হোক প্রধানমন্ত্রী। কারণ প্রবাসীদের প্রতি উদাসীন খিটখিটে স্বভাবের বাদাবি। রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষ পদে গেলে প্রবাসীদের একটু সমস্যা হবেই। বিশেষত যারা অবৈধভাবে বসবাস করছেন এখানে।

২০০৩-০৪ অর্থবছরে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ শতাংশে। এছাড়াও অন সেক্টরগুলোতে মোটামুটি সফল হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বাদাবি একটু নড়েচড়ে বসেছেন। ক্ষিপ্ত হয়েছেন সমস্ত অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নের কর্মসূচিতে। যেসব অবৈধ অভিবাসী মালয়েশিয়ার জাতীয় উন্নয়নে কোনো না কোনোভাবে অবদান রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী বাদাবির দরদ উতলে পড়ছে মালয়েশিয়ার মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সাবাহ (SABAH) ও সারাওয়াক (SARAWAR) প্রদেশের জনগণের জন্য। ১৯৮০ সাল থেকে যারা মালয়েশিয়ার জাতীয় উন্নয়নে বলতে গেলে তেমন কোনো ভূমিকাই রাখেননি। অলস মালায়ুর স্থলে শ্রম দিয়ে যেসব প্রবাসী উন্নতির পথে ধাবিত হতে মালয়েশিয়াকে সহায়তা করেছে তারাই আজ হচ্ছে নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত। তাদের অপরাধ হচ্ছে অবৈধভাবে বসবাস করছে তারা। কিন্তু অবৈধ অভিবাসীরা কি আসলেই অবৈধভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক? উত্তর হচ্ছে না। অবৈধ অভিবাসী চায় সরকার তাদের লিগ্যাল নোটিশ দিয়ে বৈধ করে নিক।

কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে যা মনে হচ্ছে, তাতে খুব সহজে পার পাবে না অবৈধ অভিবাসীরা। এমনকি শেষ রক্ষা নাও হতে পারে। ঢাকঢোল পিটিয়ে যে শোরগোল শুরু করেছে সরকারের সঙ্গে আছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়াও। গত অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে অবশ্যই প্রতিটি অবৈধ অভিবাসী যেন এ দেশ ছাড়ে। নতুবা তাদেরকে কঠোর আইনের মুখোমুখি করতে মালয়েশিয়ান সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে। বিভিন্ন পন্থার মাঝে সবচেয়ে চমক সৃষ্টিকারী পন্থা হচ্ছে সরকার সাধারণ জনগণকে লেলিয়ে দিচ্ছে অবৈধ অভিবাসী খেদাও অভিযানে। একজন অবৈধ অভিবাসীকে ধরিয়ে দিতে পারলে সাধারণ পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে কিছু নগদ অর্থ। অবৈধ অভিবাসীদের কাছে এটাই সবচেয়ে প্রতিকূল সাইড। তাছাড়াও মালিক পক্ষকে এমনভাবে শাসিয়ে হুঁশিয়ার বাণী দেয়া হয়েছে যে, মালিক পক্ষ অবৈধদের সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈধদেরকে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

মালয়েশিয়া সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০০৫ সাল থেকে কোনো অবৈধ অভিবাসীকে পুলিশ ধরলে ৬ বছরের কারাদন্ডসহ থাকবে বহুল আলোচিত একটি করে বেত্রাঘাত বা (রওয়াতান) এবং মালিক পক্ষকে গুনতে হবে প্রতি একজন অবৈধ অভিবাসীর ক্ষেত্রে ৫০,০০০ রিংগিট অর্থ জরিমানা এবং ৬ মাসের জেলদন্ড। এমতাবস্থায় খুব সংকটে আছে বিভিন্ন দেশের অবৈধ অভিবাসীর সঙ্গে বাঙালিরাও।

Monisul Islam Monir, No-96, Selat Selatan-12, Pandamaran Industrial Park, Port Klamg, Malaysia.

ই । টা । লি

সায়েদ রোমে বহিরাগতদের উপদেষ্টা নির্বাচিত

রাজধানী রোমের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে গত ১২ ডিসেম্বর ইটালির আলতো আদিজে প্রভিন্সের মেরানো শহরে বহিরাগতদের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন হয়ে গেল। বিভিন্ন মহাদেশ থেকে ৯টি উপদেষ্টা পদের জন্য মোট ১৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশী সায়েদ রাজা এশিয়া মহাদেশ থেকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বহিরাগতদের উপদেষ্টা নির্বাচিত হন। ১২ ডিসেম্বর রোববার ছিল ছুটির দিন। সকাল হতেই দূর-দূরান্ত থেকে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে ভিড় জমালে চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। মেরানো পৌরসভা মিলনায়তনে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে বিরামহীনভাবে। শায়েদ রাজা ছাড়াও কাজী আলমগীর কবির নামে আরো একজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বাংলাদেশ থেকে। রাত ৮টায় ভোটগ্রহণ শেষে রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুরু হয় ভোট গণনা। এ সময় প্রত্যেক প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা গভীর আগ্রহে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। আনুমানিক রাত ১০টায় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ একে একে বিভিন্ন মহাদেশের ৯ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন।

সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিজয়ী বাংলাদেশী সায়েদ রাজা রেডিও বাজের ভারপ্রাপ্ত বাংলা বিভাগের প্রধান শেখ মহিতুর রহমান বাবলুকে বলেন, 'পাকিস্তানি ও ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। সুতরাং তাদের তৈরি বেষ্টনী ভেদ করা সহজ কাজ ছিল না। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য স্থানীয় জনগণ এবং বহিরাগতদের মধ্যে ভেদাভেদের প্রাচীরটা ভেঙে দেয়া। ইটালিয়ান সরকার আমাদেরকে একটি সুযোগ করে দিয়েছে। আমি আশাবাদী প্রশাসনের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের সুফলে একদিন নাগরিক জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে উন্নত হবেই। সায়েদ রেজাকে শুভেচ্ছা।

Iffat Ara, Italy
Iffatbolzano@yahoo.com